খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 48 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 20 June, 2025 ● ৫ আষাঢ়, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

বর্তমানে রাজ্যে এইডস রোগীর সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রতি মাসে ১২০ জন এইডসে আক্রান্ত হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। রাজ্যে প্রতি মাসে ১২০জন এইডসে আক্রান্ত হচ্ছে। গত ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে মোট পাঁচ হাজারের বেশি এইডস রোগী রয়েছেন। তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১০০০ এরও বেশি। এইডস এ আক্রান্ত রয়েছেন সমকামীরাও। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যে ২ লক্ষ ৪ হাজার ১৮০ জনের এইডস পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে ১৪০০ জনের শরীরে এই ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। গত দু মাসে ৪০০৫২ জনের এইডস পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩০০ জনের শরীরে এইচআইভি ভাইরাসের হদিস মিলেছে। উদ্যোগজনকভাবেই এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার লবিতে ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটি এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এইচআইভি/এইডস শীর্ষক জনসচেতনতামূলক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানান। রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে সেক্স এবং ড্রাগস এডুকেশন বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট করতে হবে। এইডস প্রতিরোধক ফান্ড গঠন করে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে এক লক্ষ টাকা করে খরচ করার দাবী জানান তিনি। পাশাপাশি হাসপাতালগুলিতেও চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের এইডস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এদিকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বিদ্যালয়গুলিতে সেক্স এবং ড্রাগস এডুকেশন বাধ্যতামূলক করা যেতেই পারে। এইডস প্রতিরোধক ফান্ড গঠন করার বিষয়েও আশ্বস্ত করেছেন তিনি। তবে হাসপাতালগুলিতে কারো অনুমতি ছাড়া এইডস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এইচআইভি/এইডস রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতার বিষয়টি মানুষের কাছে আরও বেশি করে নিয়ে যেতে হবে। যুব সমাজকে আরও বেশি করে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিকচর্চা ও সামাজিক কাজে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি, সাংসদ ও অভিভাবকদের বড় ভূমিকা নিতে হবে। এই জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরো বলেন, সমাজ যত সুস্থ থাকবে মানব জীবনও তত সুস্থ এবং সবল থাকবে। তিনি বলেন, এইডস রোগ প্রতিরোধে বর্তমানে রক্তদান ও রক্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এইডস একটা মারণ ব্যাধি। তাই রাজ্য সরকার এইডস প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যকে এইডস ও নেশামুক্ত রাখতে রাজ্য সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুবক যুবতীদের এইডস সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করতে হবে। সমাজ থেকে এধরণের মারণ রোগকে দূর করতে হলে জনপ্রতিনিধিদের রাজনীতির উর্দে উঠে একযোগে কাজ করতে হবে। তবেই এই মারণ রোগ প্রতিরোধে কাঙ্খিত সাফল্য আসবে। আলোচনাচক্রে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিছু রায়, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক গোপাল রায়, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা প্রমুখ। আলোচনাকালে তাঁরা রাজ্যে এইচআইভি/এইডস রোগের প্রবণতা হ্রাসে লেজিসলেটিভ ফোরাম এর কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আলোচনাচক্রে এইডস রোগের বিস্তার, প্রতিরোধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সিএসটি এন্ড আইটি এবং এনএসিও'র এডিজি ডা. চিন্ময়ী দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জনসচেতনতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির বাংলা, ককবরক ও ইংরেজী ভাষায় প্রণীত ১৫টি নতুন আইইসি ম্যাটেরিয়েলস এর সূচনা করেন। আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহরায়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিধানসভার সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়, ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশের ডিজি অনুরাগ সহ বিশিষ্ট জনেরা। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন টিএমএসিএস'র প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডা সমর্পিতা দাস।

অপরিণত প্রেম স্বীকৃতি পেলেও উঠলো ধর্ষণের অভিযোগ !

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। প্রেম, দুই অক্ষরের এই শব্দটার আভিধানিক অর্থ থেকে শুরু করে তাৎপর্য অনেক গভীর হলেও বর্তমানে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রেম, ভালোবাসা, অনুরাগ ইত্যাদি শব্দগুলো রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবার এক অপরিণত প্রেমের ঘটনায় ধর্ষণের কাহিনী যুক্ত হওয়ায় যুগপৎ চাঞ্চল্য এবং বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে তেলিয়ামুড়াতে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ আজ থেকে প্রায় দশ মাস আগে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত দশমী ঘাট এলাকার ১৯ বছর বয়সী এক যুবকের সাথে প্রেমের সম্পর্কের কারণে কৃষ্ণপুর এলাকার ১৬ বছর বয়সী এক নাবালিকার প্রথমে ভালোবেসে বিয়ে হয়, এরপর দুই পরিবারের সম্মতিতে কৃষ্ণপুরের সেই নাবালিকার বাড়িতেই ঘটা করে বিয়ের আয়োজন হয়। সেই এতে এলাকার একেবারে কথিত নেতা সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে হিন্দু ধর্ম মতকে প্রাধান্য দিয়ে চার হাত এক করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর যথারীতি সেই ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়েটি বধু হিসেবে তার ভালোবাসার পাত্র অর্থাৎ তেলিয়ামুড়ার দশমিঘাটের স্বামীর বাড়িতে থাকতে শুরু করে।

তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই ছন্দপতন, উঠতে থাকে নির্য্যাতনের অভিযোগ। একটা সময়ে সেই নাবালিকা মেয়েটি বিগত মাস দেড়েক আগে বাবার বাড়িতে চলে যায়। সেখানে সালিশি সভার আয়োজন করা হয় খবর এমনটাই। যদিও শালিশি সভার স্থানীয় মাতব্বরেরা যখন জানতে পারেন বধূ নাবালিকা তখন নাকি কোন শালিশি করা হয়নি।

করোনা রোগী দেখার অজুহাতে শ্লীলতাহানির চেষ্টার দায়ে হাজতে ৫২ বর্ষীয়া বৃদ্ধ

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। নাবালিকার সাথে শ্লীলতাহানির দায়ে ৫২ বছরের এক ব্যাক্তির তিন বছরের কারাদণ্ড হলো। ঘটনা উনকোটি জেলায়। এব্যাপারে উনকোটি জেলা আদালতের পাবলিক পসিকিউটর তথা সরকারি আইনজীবী সুনির্মিল দেব জানান যে, ২০২০ সালে করোনাভাইরাস মহামারীর সময়ে উনকোটি জেলার কুমারঘাটের কোভিড কেয়ার সেন্টারে গোটা উনকোটি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের করোনা আক্রান্ত মানুষেরা চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেই সময় কোভিড কেয়ার সেন্টারে থাকা ঝন্টু দেব নামে এক সাফাই কর্মী পিপি কিড পোষাক পড়ে করোনা আক্রান্ত নাবালিকাদের চিকিৎসা করানোর নামে নাবালিকাদের আপত্তিকর জায়গায় হাত দেয় এবং অশ্লীল আচরণ করে। প্রথম দিকে করোনা আক্রান্ত নাবালিকারা কিছু না বুঝতে পারলেও পরবর্তী সময়ে নাবালিকাদের সন্দেহ হলে কোভিড কেয়ার সেন্টারে থাকা চিকিৎসককে বিষয়টি জানান এবং পরবর্তী সময়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে সাফাই কর্মী ঝন্টু দেবকে এবং সেইসময় নাবালিকাদের পক্ষ থেকে কুমারঘাট থানায় ঝন্টু দাসের নামে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিলো। অভিযোগ পেয়ে কুমারঘাট থানার পুলিশ মামলাটি রেজিষ্ট্রি করে এবং অভিযুক্ত ঝন্টু দেবকে গ্রেফতার করে। মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার গোবিন্দ লাল সিনহা দীর্ঘদিন মামলার তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পায় এবং আদালতে ২০২০সালের ত্রিশ নভেম্বর মামলার চার্জশিট জমা দেয়। মামলাটি আদালতে চলাকালীন ১৬জন সাক্ষ্যদান করে সাফাই কর্মী ঝন্টু দেবের বিরুদ্ধে। অবশেষে সাফাই কর্মী ঝন্টু দেব দোষী সাব্যস্ত হবার পর উনিশ জুন বৃহস্পতিবার বিকেলে কৈলাসহরের উনকোটি জেলা আদালতের স্পেশাল বিচারক অমরেন্দ্র কুমার সিং ঝন্টু দেবকে তিন বছরের জেল এবং তিন হাজার টাকা জরিমানা করেন ও অনাদায়ে তিন মাসের অতিরিক্ত জেল দেন। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন পাবলিক পসিকিউটর সুনির্মিল দেব। উল্লেখ্য, ৫২বছরের সাফাই কর্মী ঝন্টু দেবের বাড়ি কুমারঘাটের উত্তর পাবিয়াছড়া এলাকাতে। মামলাটি যে দুই নাবালিকা করেছিলো সেই দুই নাবালিকার মধ্যে একজনের বাড়ি কৈলাসহরে এবং অপর নাবালিকার বাড়ি কুমারঘাটে।

বিশালগড়ে প্রকাশ্যে গাড়ি দিয়ে পিষে খুনের চেষ্টা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। সুশান্ত দেব এর শান্তিময় বিশালগড়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর। শান্তি কায়েমে একদিকে যেমন ব্যর্থ প্রশাসন তেমনি অন্যদিকে বিধায়কের বার্তা কেও বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে দেদার সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে কিছু সমাজ দ্রোহী। এবার বিশালগড় ঘনিয়ামারা এলাকায় কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে গাড়ি দিয়ে পিষে মারার চেষ্টা করে এক ব্যক্তি। ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন।

বৃহস্পতিবার রাতে বিশালগড় ঘনিয়ামারা এলাকায় কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। একে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তি চলন্ত গাড়ি নিয়ে পিষে মারার চেষ্টা করে অপর লোকজন কে। ঘটনা স্থলে ছুটে যান অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী ও বিশালগড় থানার পুলিশ। পরবর্তী সময় আহতদের উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এর অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে মহাকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আগরতলা হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেন তাদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাকুমা হাসপাতাল চত্বরে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এদিন। বলা বাহুল্য, আতঙ্কের আরেক নাম বিশালগড়। প্রশাসনের একাংশ দুর্বলতার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে নানান অপরাধমূলক ঘটনা। পুলিশ ঠুটো জগন্নাথের ভূমিকা পালন করছে বলেই দাবি মানুষের। যদিও এদিন উত্তেজিত জনতা ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে সেকেরকোট টু কাঞ্চনমালা গামী রাস্তা

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এর পাশাপাশি ভোগান্তিতে আরেকটা অংশ। রাস্তার বেহাল দশা কারণে যান চলাচল সহ সাধারণ নাগরিকদের চলাচলে চরম দুর্ভোগ। জানা গেছে কমলা সাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট চা বাগান থেকে সেকেরকোট রেল স্টেশনের আই ও সি এল এর প্রজেক্ট এর জন্য রাস্তা বড় করার কাজ চলছে। এই কাজের বরাত পায় কোন একটি ঠিকাদারি কোম্পানি। গত বছর থেকে রাস্তা বড় করার কাজ শুরু করা হয় কিন্তু বৃষ্টির জন্য কাজ বেশ কিছুদিন ধরেই বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু রাস্তাটি তৈরীর জন্য মাটি কাটার ফলে এই বর্ষা মরশুমে রাস্তাটি এখন চরম বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। সেকেরকোট থেকে কাঞ্চন মালা যাওয়া আসার সমস্ত গাড়ি এবং বাইক এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কোন রেফার করা রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যেতে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় রোগীকে। রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে জল জমাট বেঁধে আছে এবং সম্পূর্ণ রাস্তাই ধানের জমির মত কাদায় পরিণত হয়েছে। যার ফলে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে খুব শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার মানব পাচারকারী নাসিরুদ্দীন এর তান্ডব বিলোনিয়ায়

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। মানব পাচারকারী নাসিরুদ্দিনের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ আমজাদ নগর এলাকার বাসিন্দারা। সম্প্রতি মানব পাচারের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে বিলোনিয়া থানার পুলিশ এবং ৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ তাকে আটক করলেও নাসির উদ্দিনের জায়গায় নাসির মিয়া নাম উঠাতে সে আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন আমজাদনগর এলাকার একেবারে সীমান্তের পাড়ে বাড়ি হওয়ার কারণে সে মানব পাচারের কাজটি দীর্ঘদিন ধরে করে চলছে। বলা যায় মানব পাচারের কিং। শুধু মাত্র মানব পাচার নয় , নেশা সামগ্রী সহ কাপড়, গরু পাচারের সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ উঠে। বৃহস্পতিবার বিকেলে মানব পাচারকারী কিং নাসির উদ্দিন তান্ডব চালিয়ে আমজাদ নগর এলাকার একটি দোকানে লুটপাট সহ ভাঙ্গচুরের ঘটনা ঘটালো। শুধুমাত্র একটি রেইনকোট অন্যত্র সরিয়ে রাখাকে কেন্দ্র করে আমজাদ নগর বাজারে আব্দুল হাইয়ের দোকান ভাঙচুর সহ আব্দুল হাই কে মারধর করতে শুরু করে। এই অবস্থায় আরেকজন ক্রেতা মিলন মিয়া ঘটনা দেখে নাসিরকে মারধর থেকে বিরত করে সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এলে নাসির মিলন মিয়াকেও বেধড়ক মারধর করে। এই ঘটনায় হত চকিত হয়ে পড়ে আমজাদ নগর বাজারে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ লোকজন। ক্ষিপ্ত নাসির এখানেই বিরত না থেকে আব্দুল হাইয়ের দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র দোকান থেকে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং একটি ফ্রিজ ও একটি চকলেটের স্ট্যান্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায়। পুলিশ ছুটে গিয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং আদম বেপারী নাসিরকে ধরতে গেলে সে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় গোটা আমজাদ নগর এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দোকান মালিক আব্দুল হাইয়ের ভাই ঘটনা বিস্তারিত তুলে ধরে জানায় দোকানের ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। সকলে এই আদম বেপারী নাসির উদ্দিনের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি চাইছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ আদম বেপারী নাসিরকে গ্রেফতার করতে পারে কিনা।

সৎ বাবার যৌন নির্যাতনের শিকার ১১ বছরের কন্যা, অবশেষে ২০ বছরের কারাদণ্ড বাবার

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। ১১ বছরের এক নিষ্পাপ শিশুর উপর ঘটে যাওয়া নৃশংসতা আজ নাড়া দিয়েছে গোটা সমাজকে। সৎ বাবার পৈশাচিক লালসার শিকার হতে হয়েছে তাকে। আর যখন সেই শিশু পাশে চেয়েছিল মাকে তখন মা-ই পাশে দাঁড়ালো সেই পৈশাচিক বাবার ! দক্ষিণ রামনগরের সেই বিভীষিকাময় ঘটনার বিচার শেষ হলো আজ, দীর্ঘ দিনের আইনি লড়াইয়ের পর। ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে। দক্ষিণ রামনগরের বাসিন্দা অর্ঘ্য বর্ধন সরকার, তার ১১ বছরের সৎ মেয়ের উপর শ্লীলতাহানির মতো ঘৃণ্য অপরাধ করেন। ঘটনা জানাজানি হতেই, মেয়েটির মা অভিযুক্তের পক্ষ নিয়ে তারা দুজন সেখান থেকে পালিয়ে যান যেখানে একজন মা হয়ে দাঁড়ানো উচিত ছিল নিজের সন্তানের পাশে, সেখানে তিনি বেছে নেন পলায়ন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যিনি দাঁড়িয়েছেন সাহসিকতার সাথে, তিনি হলেন মেয়েটির বড় বোন। মেয়েটির বড় বোন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরে শুরু হয় পুলিশি তদন্ত ও মামলার আইনি প্রক্রিয়া। দীর্ঘ শুনানির পর, যেখানে ১৯ জন সাক্ষী আদালতে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন, আজ আদালত ঘোষণা করে তার রায়।জেলা ও দায়রা আদালত আজ রায় দেয় অর্ঘ্য বর্ধন সরকার দোষী। তার শাস্তি ২০ বছরের কঠোর কারাদণ্ড।এই রায় শুধুমাত্র একজন শিশুর ন্যায়বিচার নয়, এটা সমাজের প্রতি এক কড়া বার্তা।ভারতে প্রতিদিন গড়ে ১০০-এর বেশি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধী পরিবারের মধ্য থেকেই আসে।এই মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন আইনজীবী অস্মিতা বণিক... তিনি সম্পূর্ন বিস্তারিত তুলে ধরেন এই ঘটনার।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ৫ আষাঢ়, ১৪৩২ বাংলা

প্রতিবন্ধকতা কে হার মানায় মনের জোর

মনের জোর থাকলে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। একথা যে কেবল প্রবাদ বাক্য এমনটা কিন্তু নয়। বর্তমানে ও এমন বহু মানুষ রয়েছেন যারা নিজেদের মনের জোরে অসাধ্য সাধন করে দেখাচ্ছেন সে হোক শিক্ষা ক্ষেত্রে কিংবা কর্ম ক্ষেত্রে। এমনই এক উদাহরণ উঠে এসেছে সেকেরকোট থেকে। সেকেরকোট পাওয়ার স্টেশন এর একজন বিদ্যুৎ কর্মী, একটা হাত নেই উনার প্রতিবন্ধকতার তালিকা ভুক্ত হলেও নিজেকে প্রতিবন্ধী মনে করেন না কখনো। আর তাই মনের বলে বলিয়ান এই বিদ্যুৎ কর্মী এক হাতে দীর্ঘ বহু সময় যাবৎ নিজের কাজ করে চলেছেন পালন করে চলেছেন নিজের দায়িত্ব। এক হাতে বিদ্যুৎ লাইন সাড়াই এর কাজ করেন, গাছ কাটেন। মানুষ এর যেন কষ্ট না হয় সেই চিন্তাই উনাকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কে দূরে ঠেলে দিয়ে কাজ করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। তাই সমাজের কাছে উনি একজন প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যারা নিজেদের দুই হাত দুই পা সমস্ত দেহ সুস্থ সবল থেকেও কাজ করতে কার্পণ্য করে কিংবা অলসতা করে অথবা আজো ভিক্ষা করে পেট চালাতে চায় তাদের শেখা উচিত এই মানুষ গুলোর কাছ থেকে। মানুষ এর ইচ্ছে শক্তি আর মনের জোরই তার সব চাইতে বড় সম্বল। যা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও একটা গোটা সমাজ এমনকি দেশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অসম্ভব ভাবে উপযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ **টি এম সি ঃ** ২৩৭০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ** ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, **ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, **রিলিভার্স ঃ** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব ঃ** ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, **রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ** ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ **শতদল সংঘ ঃ** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, **চাইল্ড লাইন ঃ** ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আই জি এম ঃ** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস ঃ** ৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব ঃ** ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, **তরুন সংঘ ঃ** ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। **শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ** ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, **সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ -** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট ঃ** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স ঃ** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ** ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, **ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ** ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট ঃ** ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন ঃ** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ** ২৩৮-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা ঃ** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা ঃ** ২৩৭-০৩৮৫, **এয়ারপোর্ট থানা ঃ** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল ঃ** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ** ৯৪৩৬১২৪৪৯২, **এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইণ্ডিগো ঃ** ২৩৪-১২৬৩, **রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ** টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

ভাইরাল জ্বরের ঝুঁকি

প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা বায়ুদূষণ ফুসফুসের ব্যাপক ক্ষতি করছে। তার উপর যাঁদের ধূমপানের অভ্যাস, তাঁদের ফুসফুসের সংক্রমণের ঝুঁকি আরও কয়েক গুণ বেশি। শীত পড়তে না পড়তেই ফুসফুসের সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ে। কী করে ফুসফুসকে দূষণমুক্ত রাখবেন? কয়েকটি পানীয়ে চুমুক দিলেই ফুসফুস থেকে টক্সিক পদার্থ বেরিয়ে যেতে পারে। জেনে নিন, শীতকালে ফুসফুসের সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে কোন কোন পানীয়ে চুমুক দেবেন?

১) হলুদ-আদার চা: কাশি হলে অনেকেই মুখে শুকনো আদা রাখেন। সর্দি-কাশি হলে গোটা আদা চিবিয়ে খেলে শ্বাসযন্ত্রের আরাম হয়। সারা দিন

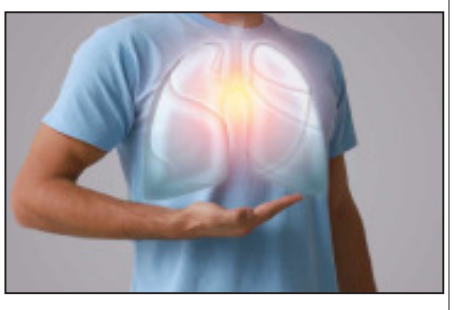

মাঝেমধ্যে আদা চিবিয়ে খেলে ফুসফুসে জমা দূষিত পদার্থ সাফ হয়। সকালে উঠে আদা ও কাঁচা হলুদ মিশিয়ে চা খেতে পারেন। ফুসফুসে জমে থাকা টক্সিক পদার্থ বার করে দিতে এই পানীয় বেশ কার্যকর।

২) থিন টি: এই চায়ে ভরপুর মাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে। গোটা শরীরের দূষিত পদার্থ সাফ করতে এর বিকল্প নেই। ফুসফুসে জমা ক্ষতিকারক পদার্থও সহজে সাফ করতে পারে এই পানীয়।

৩) লেবু-মধুর জল: ওজন ঝরাতে স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই ঘুম থেকে উঠে ঈষদুষ্ণ জলে লেবু, মধু মিশিয়ে খান। এই পানীয় কিন্তু শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সমান কার্যকর। ফুসফুস দূষণমুক্ত রাখতেও এই পানীয়ে চুমুক দিতে পারেন।

প্রতিবেদনটি সচেতনতার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে। কোনও ক্রনিক রোগ থাকলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিভিন্ন পরিসরে ভারতীয় নারীদের সাফল্য দেখে আমাদের নিশ্চয়ই খুশি হওয়া উচিত

গত বছরের শুরুতে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা এক প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন মঙ্গলগ্রহের বুকে রোবটযান কত উন্নত হতে পারে। আমেরিকার ইউটা মরুভূমির দুর্গমতা জয় করে প্রদর্শনীতে নজর কেড়েছিল অস্ট্রেলিয়ার গোলাপি রোবট। রংটা তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তারুণ্যে ভরপুর বিজ্ঞানীদের দলে ছিল মেয়েদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে গত বছরটি নতুন আশা সঞ্চার করেছে। এগারো জন নোবেল প্রাপকের মধ্যে চার জন নারী দীর্ঘ দিনের খরা কাটিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে পঞ্চম মহিলা হিসাবে নোবেল পেলেন অ্যানে এলহুইলার; অর্থশাস্ত্রে প্রথম মহিলা একক নোবলপ্রাপক হলেন ক্লডিয়া গোল্ডিন, চিকিৎসাশাস্ত্রে পুরস্কৃত কাতালিন কারিকো। নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ইরানের নার্গিস মহম্মদি।

ভারতেও ছবিটি উজ্জ্বল। আইআইটি চেন্নাই জানজিবার-এ তাদের নতুন বিদেশি ক্যাম্পাসের অধিকর্তা হিসাবে বেছে নিয়েছে মহিলা বিজ্ঞানী প্রীতি অঘালয়মকে। সিএসআইআর-এর মহানির্দেশক পদেও প্রথম মহিলা হিসাবে নিযুক্ত হলেন তড়িৎরসায়নবিদ নল্লাথাম্বি কলাইসেলভি। ফোর্বস পত্রিকার বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী একশো নারীর তালিকায় স্থান পেলেন আইআইটি রৌরকেলার প্রাক্তনী বাঙালি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সোমা মণ্ডল রুগ্ন হতে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান 'সেল'-এর পুনরুজ্জীবনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মেলবন্ধনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। চন্দ্রযান-৩'র সাফল্যের পিছনে কল্পনা কলাহাস্তি ও তাঁর সহকর্মীদের ভূমিকাও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রভূত প্রশংসা পেয়েছে।

উপরের ঘটনাগুলি আমাদের আশাবাদী করে। কিন্তু, সামগ্রিক চিত্রটি ঠিক কেমন? সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, আমাদের দেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদের মধ্যে মেয়েদের অনুপাত ৪৩ শতাংশ। আমেরিকা, কানাডা ও ব্রিটেনে এই হার যথাক্রমে ৩৪, ৩১ ও ৩৮ শতাংশ। অর্থাৎ, উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতীয় মেয়েরা বিজ্ঞান শিক্ষায় এগিয়ে। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি পেশায় মেয়েদের উপস্থিতি মাত্র ২৮ শতাংশ। গবেষণা ক্ষেত্রে মেয়েদের যোগদান ৩৩ শতাংশ হলেও ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্যতালিকায় তাঁদের উপস্থিতি মাত্র ১২ শতাংশ। অর্থাৎ, আমাদের দেশের চিত্র কিছুটা হলেও উদ্বেগের। 'লীলাবতীর কন্যা'দের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দুনিয়ায় শীর্ষ নেতৃত্বের স্তরে যথেষ্ট সংখ্যায় দেখার জন্য সম্ভবত আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতেই হবে।বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সময় বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে আসা মেয়েদের পাল্কির দেওয়ালে মহানির্বাণ তন্ত্রপুরাণ থেকে শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন: 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ'। অর্থাৎ, (পুত্রের মতো) কন্যাকেও সযত্নে পালন ও শিক্ষা দান করতে হবে। ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত 'নারী' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "সভ্যতা সৃষ্টির নতুন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই।" কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় নয় বছর আগে ঘোষিত হয়েছিল 'বেটি বচাও বেটি পঢ়াও'। নানা কর্মসূচির মাধ্যমে লিঙ্গবৈষম্য কতটা দূর করা সম্ভব হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক থাকবেই। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে ফলাফল যে খুব আশাব্যঞ্জক নয়, তা সকলেই মানবেন। প্রতি বছর ভারতে পালিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী ভারতীয় বিজ্ঞানী সি ভি রমনের বিখ্যাত আবিষ্কারের দিনটিকে স্মরণ করে। এ বছর আরও একটি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস মহা সমারোহে পালিত হয়েছে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে অমৃত মহোৎসবের মধ্যে। মূল বিষয়গুলির মধ্যে একটি ছিল লিঙ্গবৈষম্যের দূরীকরণ। মেধার জগতে এই প্রাসঙ্গিকতার ইতিহাস অনেক পুরনো। ষাটের দশকে শুরু হওয়া নানা পুরস্কার প্রাপকের তালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে, বৈষম্যের দীর্ঘলালিত ত্রিভুজের মাথায় গুটিকয়েক নাম। সমস্যা শুধুমাত্র আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি বছরই অক্টোবর মাসে প্রসঙ্গটি ফিরে ফিরে আসে। নোবেল পুরস্কার ঘোষণা হলেই প্রাপকদের সংখ্যায় মেয়েদের উপস্থিতি এত কম কেন, তা নিয়ে বিশ্লেষণ হতে থাকে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার মেয়েদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎসাহিত করতে ইনস্পায়ার, প্রগতি, ডব্লিউআইএসই-কিরণ এ সব প্রকল্প নিয়ে আসায় কিছুটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে।বিশ্ব জুড়ে কোভিড-লকডাউনের সময় একটি ঘটনা হইচই ফেলে দিয়েছিল। অনলাইনে ক্লাস করতে করতে বন্ধ ঘরের দরজায় প্রচণ্ড শব্দ ক্লাস থামিয়ে শিক্ষিকা দেখলেন, তাঁর ছোট্ট খুদে সন্তান ক্লিপ বাঁকিয়ে দরজা খুলে সামনে এসে গেছে। করোনার অতিমারিতে বাচ্চাকে সামলে অনলাইনে পাঠদানের চ্যালেঞ্জ সত্যি কঠিন হয়ে পড়েছিল অনেক মেয়ের কাছে।

ভারতে সম্পূর্ণ দু'টি বিপরীত চিত্র এখন প্রকট বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের জগতে। এক দিকে ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। আবার, অতিমারি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভাইরাসের আক্রমণ ঠেকাতে বা তার প্রভাব সীমাবদ্ধ রাখতে ব্যর্থতা তো আছেই, পাশাপাশি আছে জনমানসে বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিবিধ প্রশ্ন। বিজ্ঞানের নামে কখনও চলে অবৈজ্ঞানিক কর্মসূচি, কখনও সঙ্কট আসে বিজ্ঞানসম্মত বলে কোনও সত্যের গ্রহণযোগ্যতায়, কখনও বিজ্ঞানের পরিচালনা বা গভর্ন্যান্স নিয়ে। সে লড়াই বিজ্ঞানের দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত, সৎ ভাবে বিজ্ঞানচর্চা করতে চাওয়া প্রতিটি মানুষেরই। কিন্তু, আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতো এখানেও মেয়েদের লড়াই আরও একদফা কঠিন। পরিবারের কারণে, সমাজের কারণে, প্রতিষ্ঠানের কারণেও। অতএব, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিভিন্ন পরিসরে ভারতীয় নারীদের সাফল্য দেখে আমাদের নিশ্চয়ই খুশি হওয়া উচিত, তাঁদের নিয়ে গৌরবান্বিত বোধ করা উচিত কিন্তু, পাশাপাশি মনে রাখা জরুরি যে, আরও অনেক মেয়ের যুদ্ধজয় এখনও বাকি থেকে গিয়েছে।

লিপস্টিক কিন্তু শুরু থেকে মেয়েদের সাজসজ্জার বস্তু ছিল না

বেশ কিছুদিন আগে বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট বলেছিলেন, স্বামী রণবীর কাপুরের নাকি গাঢ় লিপস্টিক পরা অপছন্দ। তাই তিনি লিপকালার লিপস্টিক পরেন! তবে জানেন কি, এই লিপস্টিক কিন্তু শুরু থেকে মেয়েদের সাজসজ্জার বস্তু ছিল না। বরং একটা সময় পুরুষরাই ব্যবহার করত এই প্রসাধন সামগ্রী। তবে পুরুষদের ব্যবহার করার পেছনে কারণ ছিল ঐতিহ্য। প্রাচীনকালে এই লিপস্টিকই ছিল আভিজাত্যের প্রতীক!

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ সালে প্রথম প্রাচীন মিশরীয়দের থেকেই লিপস্টিক ব্যবহার শুরু হয়। প্রথম শতাব্দীতে রোমান পুরুষদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে আঠারো শতাব্দীতে ফরাসি রাজকীয় পুরুষদের মধ্যেও জনপ্রিয়তা পায়। মেসোপটেমীয় সভ্যতায় উচ্চ শ্রেণির পুরুষেরা তাদের অলংকারগুলো দিয়ে ঠোঁটকে চূর্ণবিচূর্ণ করত। মিশরীয়রা তাদের ঠোঁটের জন্য ফুস-অ্যালগিন, আয়োডিন এবং ব্রোমিন ম্যাঙ্গাইটের সংমিশ্রণে লাল রং তৈরি করত। ফারাও রানি ক্লিওপেট্রা নাকি তার ঠোঁট লাল রং করার জন্য আচ্ছাদিত কারমিন বিটল এবং পিঁপড়া দিয়ে একটি মিশ্রণ ব্যবহার করতেন। কিছু শ্রেণির মানুষ ঠোঁটে লাগানোর জন্য ব্যবহার করত রক্তচূড় ও মৃত ফসিলের অংশ। আরব প্রসাধনীর প্রাচীন ইতিহাসবিদেরা 'আবু আল কাসিম আল-জাহরাহীকে' প্রথম দৃঢ় লিপস্টিক আবিষ্কারের জন্য কৃতিত্ব দেন, যা তিনি তার পুস্তকে বিবৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, তখন লিপস্টিককে মানুষ প্রসাধন নয় বরং ঔষধি হিসেবে ব্যবহার করত।

প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা গাছের ছালবাকল, সিসা, মেহেদি, জামের রস, ফুলের রস, পানপাতা, মাটি থেকে রং তৈরি করে ঠোঁটে লাগাত। এই রংগুলো ঠোঁটে আটকানোর জন্য আঠা ব্যবহার করত। ১৮৮০ সালে প্রথম লিপস্টিক নামে নামকরণ করা হয় ঠোঁট রঙিন করার এই প্রসাধনীকে। ১৮৮৪ সালে প্রথম বাণিজ্যিক লিপস্টিক তৈরি করে প্যারিসের একটি সুগন্ধি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান। তবে আজকের দিনের মতো ঝকঝকে মোড়ক বা টিউব কিছুই ব্যবহার হতো না তখন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে লিপস্টিকের আবির্ভাব ঘটে 'মরিস লেভির' হাত ধরে। আধুনিক কালের এই লিপস্টিক তার হাত ধরেই অগ্রসর হয়। প্রথম টিউব আকারে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আসে ১৯৩০ সালে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রসাধন সামগ্রীর প্রতি নারীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।বর্তমানে আমরা যে লিপস্টিক চিনি, তার নাম 'সুইভেল আপ'। রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়ে লিপস্টিক ব্যবহার বেশ বেড়ে যায়। রানি ঠোঁটে রং লাগানো খুবই পছন্দ করতেন। তারই ফলে, সাধারণ নারীরাও ধর্মীয় নির্দেশ অমান্য করে এই প্রসাধনী ব্যবহারে আগ্রহী হয়। কারণ খ্রিষ্টান ও জু-জাতির তরফ থেকে লিপস্টিকের ব্যবহারে বাধা ছিল। ঠোঁটে শুধু গোলাপি লিপস্টিক ব্যবহারের অনুমতি ছিল। ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই ব্যাপকভাবে লিপস্টিক ব্যবহারের নতুন করে প্রচলন ফিরে এসেছিল। এমনকি তখনকার দাড়ি-গোঁফওয়ালা পুরুষেরাও তাদের গোঁফে আবৃত ঠোঁটের নিচে লিপস্টিক পরতে দ্বিধা করতেন না। যার প্রধান হেতুই থিয়েটারের আবির্ভাব। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের সময়েও পুরুষদের মধ্যে লিপস্টিকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। লিপস্টিকের জনপ্রিয়তার সত্ত্বেও ধর্মীয় দিক থেকে এটি কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ভাবা হতো জাদুবিদ্যার প্রসার, শয়তানের কাজ, যৌনকর্মীদের প্রসারের প্রতীক হলো একসময়

লিপস্টিক ব্যবহারের ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। শোনা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন নাকি লিপস্টিক পরতেন। যে কোনো বড় আয়োজনে তিনি মেকআপ করতেন এবং পরচুলও পরতেন। লিপস্টিক পরাকে তিনি কখনো খাটো করে দেখতেন না।

অন্যদিকে গ্রিস ও জাপানে নারীরা মোম ও আলকাতরা ব্যবহার শুরু করে লিপস্টিকের নতুন মাত্রা যুক্ত করেন। এসব ধারণাকে পেছনে ফেলে লিপস্টিককে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় এক জন আরব বিজ্ঞানী আবুল কাসিস। তিনি শরীরে মাখার জন্য একটি সুগন্ধি উপাদান আবিষ্কার করেন, যা পরে ছাঁচে ফেলা যায়। পরবর্তী সময়ে তিনি এর সঙ্গে রং দিয়ে একই পদ্ধতিতে চেষ্টা করে সলিড লিপস্টিক আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেখান থেকেই শুরু হয় সলিড লিপস্টিকের সূচনা লগ্ন।

এভাবেই বহু ধাপ পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা ব্যবহার করছি উচ্চমানের আধুনিক কেমিক্যাল ফর্মুলার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লিপস্টিক।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়

সভ্যতার যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নে বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কার অপরিসীম ভূমিকা রেখেছে, তার মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির আবিষ্কার একটি অনন্য মাইলফলক। চার্লস ব্যাবেজ যখন কম্পিউটার আবিষ্কার করেন তখন কম্পিউটারের আয়তন ছিল বর্তমানের চেয়ে অনেক গুণ বড়। বলা হতো একটি ঘর প্রয়োজন হতো একটি কম্পিউটার রাখার জন্য এবং ওই সময় কম্পিউটারের কারাক্রম ছিল সীমিত, শুধু গণনার কাজে ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে কম্পিউটারের আয়তন ছোট হতে থাকে। তাই কম্পিউটার আবিষ্কারের পরও বিশ্ব গ্রাম বলতে কিছু ছিল না। ধারণা করা হয়, পৃথিবী তথা সভ্যতার বিকাশ ঘটে চারটি শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে। প্রথম শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয় ১৭৮৪ সালে বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব হলো বৈদ্যুতিক বাতি ও বিদ্যুতের আবিষ্কার। তৃতীয় বিপ্লব হলো ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট প্রযুক্তির আবিষ্কার। এবং সর্বশেষ ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব হলো স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার (২০১৬ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত)। এসব শিল্পবিপ্লব নব নব প্রযুক্তি আবিষ্কারে সাহায্য করেছে। এর মাধ্যমে তৈরি হয়েছে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও পিসি ইত্যাদি। এছাড়া কম্পিউটারের গতি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পৃথিবীর এক প্রান্তের লোকজন অন্য প্রান্তের লোকজনের সঙ্গে কথোপকথন, চ্যাটিং, ডেটিং, ভিডিও কলে সরাসরি আলাপ করার সুবিধা পাচ্ছে। ১৯৬২ সালে যিনি প্রথম পৃথিবীকে একটা বৈশ্বিক গ্রামের মতো হওয়ার কল্পনা করেছেন, তিনি আর কেউ নয় জনপ্রিয় কানাডিয়ান সাহিত্যিক ও দার্শনিক মার্শাল ম্যাকলুহান। তিনি তার বিখ্যাত বই 'দ্য গিউটেনবার্গ গ্যালাক্সি' এবং 'আন্ডারস্টানডিং মিডিয়া'তে বিশ্ব গ্রামের ধারণা দেন। তার এই বইয়ে তিনি ব্যক্ত করেন যে প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে পৃথিবীতে এমন একটি কানেক্টিভিটি তৈরি হবে, যাতে পৃথিবীকে একটি গ্লোবাল ভিলেজের ন্যায় মনে হবে। এজন্য তাকে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্ব গ্রামের জনক বলা হয়। তার ধারণা তখন অবাস্তব কল্পনা মনে করা হতো। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কার হওয়ার পর এই ধারণার বাস্তবায়ন ঘটে। একই সঙ্গে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন হার্ডওয়্যার ডিভাইসের সঙ্গে ইন্টারনেট কানেকশনের ফলে এসব ভিভাইসের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতিতে আর যে মাধ্যমটি অনন্য অবদান রেখেছে তা হলো তারহীন যোগাযোগ বা ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং। বর্তমানে ইন্টারনেট প্রযুক্তির বদৌলতে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বা ই-সেবার মাধ্যমে গ্রাহক সুবিধা লোকজনের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। বর্তমানে এমন কোনো সেক্টর নেই যেখানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নেই। তাই ডিজিটাল প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহার রয়েছে। যাই হোক বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান ঘটছে এবং সোশ্যাল কনট্যাক দৃঢ় হচ্ছে যেন পৃথিবীর দূরত্ব কমে গেছে। এক প্রান্তের লোকজন অন্য প্রান্তের লোকজনের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারছে। আজ বৃহত্তর পরিসরে বিবেচনা করলে তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সমগ্র বিশ্ব যেন একটি গ্রাম। এখন বিশ্বের এক প্রান্তের লোক সহজেই আরেকজন লোকের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারছে। এর ফলে বিশ্বের মানুষের মধ্যে এক ধরনের কানেক্টিভিটি তৈরি হচ্ছে। তাই বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়। যা পৃথিবীকে গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করেছে।

কালো ব্যাগ কোথায়?
মেঘালয়ে নিয়ে যাওয়া সোনমের সেই ব্যাগের হদিস পেতে ইনদওরের ফ্ল্যাটে তল্লাশি

নয়াদিল্লি ঃ বুধবার ইনদওরের একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ঘটনাচক্রে, রাজাকে খুনের পর এই ফ্ল্যাটে সোনম উঠেছিলেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

সোনম এবং তাঁর স্বামী রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে থাকা ট্রলিব্যাগ খুলে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। তাতে কী কী পাওয়া গিয়েছে বা সেই ব্যাগ থেকে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত কোনও সূত্র মিলেছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি তদন্তকারীরা। তবে সোনমের সঙ্গে থাকা কাঁধে ঝোলানো ছোট কালো ব্যাগটি কোথায়, তার হদিস মিলছে না। তদন্তকারীদের একটি সূত্রের দাবি, ওই ব্যাগটি কোথায়, তার খোঁজ চালানো হচ্ছে। হয়তো সেই ব্যাগ থেকেও এই হত্যাকাণ্ডের কিছু তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

বুধবার ইনদওরের একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ঘটনাচক্রে, রাজাকে খুনের পর এই ফ্ল্যাটে সোনম উঠেছিলেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। শিলং পুলিশের একটি দল বুধবার ইনদওর পৌঁছেছে। তারা ওই ফ্ল্যাটে যায়। সেখানে গিয়ে তল্লাশির সময় একটি ট্রলিব্যাগ উদ্ধার করে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, এই ব্যাগটি মেঘালয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সোনম। সেটি ভাল ভাবে পরীক্ষা করেন তদন্তকারীরা। কিন্তু সোনমের সঙ্গে থাকা কালো ব্যাগটি কোথায়, তা নিয়ে রহস্য ঘনাচ্ছে। মেঘালয় থেকে পালিয়ে আসার সময় ওই ব্যাগটি সোনমের সঙ্গে ছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। তবে ইনদওরের ফ্ল্যাটে ওই ব্যাগের কোনও চিহ্ন মেলেনি।

তদন্তকারীদের একটি সূত্র বলছে, সোনমের ব্যক্তিত্বও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সোনম কেমন স্বভাবের, বাড়ির লোকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতেন, সাধারণত প্রতি দিন বাড়িতে কোন সময়ে ফিরতেন, পারিবারিক ব্যবসায় তাঁর ভূমিকা কী ছিল, কোনও মানসিক চাপে ভুগতেন কি না, কোন ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বেশি ওঠাবসা ছিল এই রকম বেশ কিছু বিষয় খতিয়ে দেখে তাঁর বয়ানের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সরকারি চাকরি পাবেন মাওবাদী হামলায় নিহত পুলিশকর্মীদের পরিজনেরা, সিদ্ধান্ত ছত্তীসগঢ়ে

নয়াদিল্লি ঃ এত দিন পর্যন্ত মাওবাদী হামলায় কোনও সরকারি কর্মী নিহত হলে তাঁর পরিবারের সদস্যেরা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দফতরে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতেন। মাওবাদী হিংসার শিকার সমস্ত পুলিশকর্মীর পরিবারের সদস্যেরা পুলিশ বা অন্য কোনও সরকারি দফতরে চাকরি করার সুযোগ পাবেন। বুধবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি পরিচালিত ছত্তীসগঢ় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইয়ের উপস্থিতিতে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সংক্রান্ত সরকারি বিধি সংশোধনের বিষয়েও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর প্রকাশিত সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'শহিদ পুলিশকর্মীদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা মাথায় রেখে, মন্ত্রিসভা সহানুভূতি-নিয়োগের জন্য 'ইউনিফাইড রিভাইজড ইন্সট্রাকশনস-২০১৩'-র ১৩(৩) ধারা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে মাওবাদী হিংসায় নিহত পুলিশকর্মীদের ক্ষেত্রে, তাঁদের পরিবারের যে কোনও যোগ্য সদস্য (পুরুষ বা মহিলা) পুলিশবাহিনী ছাড়াও অন্য যে কোনও দফতরে, রাজ্যের যে কোনও জেলা বা বিভাগে, বিকল্পের ভিত্তিতে সহানুভূতি-নিয়োগ পাবেন।"

এত দিন পর্যন্ত মাওবাদী হামলায় কোনও সরকারি কর্মী নিহত হলে তাঁর পরিবারের সদস্যেরা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দফতরে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতেন। 'দেশের সবচেয়ে মাওবাদী উপদ্রুত রাজ্য' হিসেবে পরিচিত ছত্তীসগঢ় এই পদক্ষেপ আগামী দিনে পুলিশকর্মীদের বাড়তি উৎসাহ দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্য দিকে, নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআই (মাওবাদী)-র সশস্ত্র শাখা পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র অবুঝমাঢ় ডিভিশনের প্রশিক্ষণ টিমের কমান্ডার জীবন তুলসী এবং তাঁর স্ত্রী তথা মাওবাদীদের প্রচার বিভাগের সদস্যা আগাশা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁদের মাথার দাম ছিল আট লক্ষ টাকা।

পাক সেনাপ্রধান মুনিরের সঙ্গে সাক্ষাতে 'সম্মানিত' ট্রাম্প
নতুন দাবি করলেন ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি নিয়ে, কী বললেন

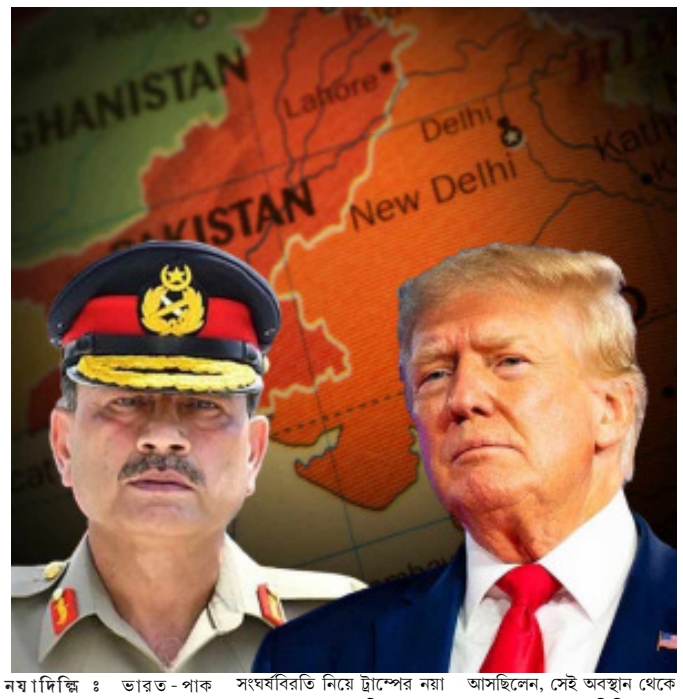

নয়াদিল্লি ঃ ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য পাক সেনাপ্রধানকে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। বলেন, "যে কারণে আজ আমি এখানে, সেটা হল আমি ওঁকে (মুনির) ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ, উনি যুদ্ধে না গিয়ে তা থামিয়েছিলেন।

হোয়াইট হাউসে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার পর দু'জনে একটি বৈঠকও করেন। বৈঠকের পর ট্রাম্প জানান, মুনিরের সঙ্গে দেখা করতে পেরে তিনি সম্মানিত। ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়েও নতুন দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পাক সেনাপ্রধানকে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। বলেন, "যে কারণে আজ আমি এখানে, সেটা হল আমি ওঁকে (মুনির) ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ, উনি যুদ্ধে না গিয়ে তা থামিয়েছিলেন।" ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে ট্রাম্পের নয়া সংযোজন, "দু'জন বুদ্ধিমান মানুষ যুদ্ধে আর না-এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দু'টি দেশই পরমাণু শক্তিধর।" 'দু'জন বুদ্ধিমান মানুষ' বলতে ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে একাধিক বার ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ভারত-পাক সামরিক সংঘাত তিনিই থামিয়েছিলেন। বুধবার অবশ্য ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রী জানিয়েছিলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফোনে কথা হয়েছে। ৩৫ মিনিটের সেই ফোনালাপে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ভারত কারও মধ্যস্থতা মেনে নেবে না। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষবিরতি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে ইসলামাবাদের অনুরোধেই, ট্রাম্পকে জানান মোদী। তার পর ওই ফোনালাপ নিয়ে মুখ খোলেন ট্রাম্প। প্রথম থেকে এ প্রসঙ্গে তিনি যা দাবি করে আসছিলেন, সেই অবস্থান থেকে এক চুলও না-নড়ে তিনি বলেন, "পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যুদ্ধ আমিই থামিয়েছি।"

মুনিরের সঙ্গে আলোচনায় ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের বিষয়টি উঠে এসেছিল কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্প বলেন, "হ্যাঁ। এসেছিল। ওরা (পাকিস্তান) ইরানকে অন্য অনেকের থেকে ভাল চেনে। ওরা (পাকিস্তান) কোনও কিছু নিয়েই খুশি নয়। ইজরায়েলকে পছন্দ করে না। পরিস্থিতি কী হচ্ছে, তা ওরা দেখছে।"

প্রসঙ্গত, এর আগে তিন পাক সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান, জেনারেল জিয়াউল হক এবং জেনারেল পারভেজ মুশারফের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টরা। তবে তাঁরা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পরেই সেই বৈঠক হয়েছিল। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে এই প্রথম কোনও পাক সেনাপ্রধান, যিনি ঘোষিত ভাবে কোনও রাজনৈতিক পদে নেই, তাঁর সঙ্গে বৈঠক করলেন ট্রাম্প।

মেঘালয় কাণ্ডে ধৃত সোনম ১১৯ বার ফোন করেছিলেন 'সঞ্জয়'কে!

নয়াদিল্লি ঃ রাজার খুনে এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন পাঁচ জন। ধৃতদের মধ্যে রাজার নববধূ সোনম এবং প্রেমিক রাজ ছাড়াও আছেন তিন ভাড়াটে খুনি। বৃহস্পতিবারই পাঁচ ধৃতকে শিলং আদালতে হাজির করানো হবে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের হেফাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করবে পুলিশ।

মাত্র ২৪ দিনের মধ্যে ১১৯ বার ফোন করেছিলেন 'সঞ্জয় বর্মা' নামে এক ব্যক্তিকে। মেঘালয় কাণ্ডে ধৃত সোনম রঘুবংশীর কল রেকর্ড ঘেঁটে এমনটাই জানতে পেরেছিল পুলিশ। কিন্তু কে এই সঞ্জয় বর্মা? তিনি এখন কোথায়? খুনের সঙ্গে তাঁর কী যোগসূত্র? কেনই বা এত দিন প্রকাশ্যে আসেনি তাঁর নাম? সে সব হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না তদন্তকারীরা। এ বার তদন্তে উঠে এল সেই সঞ্জয়ের প্রকৃত পরিচয়! পুলিশ সূত্রে খবর, 'সঞ্জয়' আর কেউ নয়, ধৃত রাজ কুশওয়াহা! সোনমের যে 'প্রেমিক' খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত, তাঁরই ভুয়ো পরিচয় 'সঞ্জয়'। তদন্তে নেমে ইনদওর পুলিশ জানতে পারে, রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে বিয়ের সপ্তাহখানেক আগে সঞ্জয় নামে এক যুবকের সঙ্গে ফোনে কথা হত সোনমের। চলতি বছরের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সোনম এবং ওই ব্যক্তির মোট ১১৯ বার ফোনে কথোপকথন হয়েছে। কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন দু'জনে। অথচ সঞ্জয় নামে ওই ব্যক্তির মোবাইল এখন বন্ধ। নামটুকু ছাড়া সঞ্জয়ের বিষয়ে আর কোনও তথ্যই ছিল না তদন্তকারীদের হাতে। মেঘালয় কাণ্ডের এত দিন পর নতুন চরিত্রের নাম উঠে আসা ভাবাচ্ছিল পুলিশকে। সেই আবহেই ধৃতদের জেরায় জানা গেল, সঞ্জয় আর কেউ নন, সোনমের প্রেমিক রাজ!

পুলিশ জানিয়েছে, যে সময় দুই বাড়িতে বিয়ের প্রস্তুতি চলছে, তখনও সঞ্জয় ওরফে রাজের সঙ্গে ফোনে টানা কথা বলতেন সোনম। ২০ বছর বয়সি রাজ সোনমের বাবার কারখানায় কাজ করতেন। রাজার খুনে এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন পাঁচ জন। ধৃতদের মধ্যে রাজার নববধূ সোনম এবং প্রেমিক রাজ ছাড়াও আছেন তিন ভাড়াটে খুনি। সোনমের সঙ্গে ব্যবসায়ী রাজার বিয়ে হয় গত ১১ মে।

চার মোবাইল ও সোনমের একটি 'হোয়াটস্যাপ ভুল'!

নয়াদিল্লি ঃ রাজাকে হত্যার দিন কয়েক পরে ইনদওর যান সোনম। সেখানে নিজের ফোনটি চালু করেন তিনি। আবার সিম কার্ড ঢোকান ফোনে। 'ডেটা অন' করে প্রথমেই খোলেন হোয়াটঅ্যাপ। বাকি তিনটি ফোন অবশ্য বন্ধই করে রেখেছিলেন।

মধুচন্দ্রিমায় হত্যাকাণ্ডে বড় তথ্য পেল মেঘালয় পুলিশ। জানা গিয়েছে, রাজা রঘুবংশীর হত্যার পর তাঁর একটি মোবাইলের হোয়াটঅ্যাপ মেসেজ দেখতে বসেন নববধূ সোনম রঘুবংশী এবং তিন ভাড়াটে খুনি। রাজা এবং সোনমের কাছে মোট চারটি মোবাইল ছিল। রাজাকে খুনের পর তাঁর একটি ফোন ভেঙে ঝোপে ছুড়ে ফেলে দেন স্ত্রী। বাকি তিনটি ফোন নিজের কাছে রেখে সেখান থেকে চম্পট দেন ইনদওরের তরুণী। রাজাকে হত্যার দিন কয়েক পরে ইনদওর যান সোনম। সেখানে নিজের ফোনটি চালু করেন তিনি। আবার সিম কার্ড ঢোকান ফোনে। 'ডেটা অন' করে প্রথমেই খোলেন হোয়াটঅ্যাপ। বাকি তিনটি ফোন অবশ্য বন্ধই করে রেখেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে তাঁর গ্রেফতারির পর থেকে মোবাইল নিয়ে একাধিক বার পুলিশি জেরার মুখে পড়েন সোনম। কিন্তু এখনও বিশেষ কিছু বার করতে পারেননি তদন্তকারীরা। তবে এটুকু তাঁরা নিশ্চিত যে রাজার যে ফোনটি ভেঙে ঝোপে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন সোনম, সেটা থেকে নানা রহস্যের সমাধান হতে পারে। উঠে আসতে পারে নানা তথ্য। মঙ্গলবার সোনম-সহ বাকি ধৃতদের নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণের পরে এখন রাজার ওই মোবাইলটির খোঁজ করছে পুলিশ। বাকি তিনটি মোবাইল খোঁজা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের যে যে জায়গায় গিয়েছিলেন সোনম, সেখানে।মঙ্গলবার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে মেঘালয় পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গিয়েছিল ওয়েই সাওডং জলপ্রপাতে। সেখানকার একটি নির্জন জায়গায় গত ২৩ মে খুন করা হয়েছিল ইনদওরের ২৯ বছরের ব্যবসায়ী রাজাকে। পুলিশ জানিয়েছে, যে তিন ভাড়াটে খুনিকে বরাত দিয়েছিলেন সোনম, তাঁদের প্রত্যেকেই অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিলেন রাজাকে। রাজা খুন হওয়ার পর সোনম সোজা চলে যান ইনদওরে। সেখানে অগরা-বম্বে রোডের ধারে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। কয়েক দিন ওই ফ্ল্যাটে গা-ঢাকা দেওয়ার মধ্যেই রাজার দেহ উদ্ধার হয়। গত ২ জুন থেকে রটে যায় রাজার নববধূ নিখোঁজ।

মেঘালয়কাণ্ডে পূর্ব খাসি হিলের পুলিশ সুপার বিবেক সায়েম বলেন, "উনি (সোনম) ইতিমধ্যে অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন। যে জায়গায় রাজাকে খুন করা হয়েছিল, সেখানে আমরা গিয়েছিলাম। ধৃতদের সকলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওই সময়ে তাঁদের ভূমিকার কথা অভিযুক্তদের মুখে শুনেছি আমরা। জানা গিয়েছে, রাজাকে যখন তিন ভাড়াটে খুনি আঘাত করছেন তখন, অকুস্থলেই ছিলেন সোনম। তিনি স্বামীর একটি ফোন নষ্ট করার চেষ্টা করেন। সব কিছুই পূর্বপরিকল্পিত ছিল। খুনের পর চার জন মিলে দেহ সরিয়েছিলেন। এর আগে কখনও ধৃতদের কেউ মেঘালয় আসেননি।" উল্লেখ্য, মেঘালয় পুলিশের একটি দল তদন্তের স্বার্থে ইনদওরে গিয়েছে। সেখানে আরও কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে খবর।

বিবৃতি জারি করল বিদেশ মন্ত্রক
'অপারেশন সিন্ধু' শুরু করল ভারত! ইরান থেকে কী ভাবে বার করে আনা হচ্ছে পড়ুয়াদের?

নয়াদিল্লি ঃ 'অপারেশন সিন্ধু'র প্রাথমিক পর্যায়ে ইরানের উত্তর প্রান্ত থেকে ১১০ জন পড়ুয়াকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। কী ভাবে তাঁদের ইরান থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তা বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

সংঘর্ষের আবহে ইরান থেকে ভারতীয়দের বার করে আনতে 'অপারেশন সিন্ধু' শুরু করল নয়াদিল্লি। বুধবার বিবৃতি প্রকাশ করে এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। বুধবারই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান আর হামলা প্রতিরোধ করার মতো অবস্থানে নেই। ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলেও কিছু নেই বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। এই অবস্থায় ইরান থেকে ভারতীয় পড়ুয়াদের সরিয়ে আনতে শুরু করেছে নয়াদিল্লি। বিবৃতি প্রকাশ করে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ১১০ জন ভারতীয় পড়ুয়াকে ইরান থেকে বার করে আনা হয়েছে। 'অপারেশন সিন্ধু'র প্রাথমিক পর্যায়ে, ইরানের উত্তর প্রান্ত থেকে ওই ১১০ জন পড়ুয়াকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ইরানে ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকেরা। ইরান সীমান্ত পেরিয়ে মঙ্গলবার তাঁদের নিরাপদে নিয়ে যাওয়া হয় আর্মেনিয়ায়। সেখান থেকে পড়ুয়াদের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভানে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ইরান এবং আর্মেনিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকেরা। পরে বুধবার সেখান থেকে একটি বিশেষ বিমানে পড়ুয়াদের নিয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়া হয়। বুধবার বেশি রাতের দিকে বা বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে তাঁদের দিল্লিতে পৌঁছে যাওয়ার কথা।গত শুক্রবার ইরানের পরমাণুকেন্দ্র লক্ষ্য করে ইজরায়েল হামলা চালানোর পর দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমে জটিল হতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় ইরানে থাকা ভারতীয়দের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর নয়াদিল্লি। পড়ুয়াদের নিরাপদে ইরান থেকে সরিয়ে আনতে সাহায্য করার জন্য ইরান এবং আর্মেনিয়ার সরকারকে ধন্যবাদও জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ইরানে ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকেরা ভারতীয়দের প্রথমে সে দেশেই কোনও তুলনামূলক ভাবে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তার পরে সুযোগ সুবিধা মতো ভারতীয়দের ইরান থেকে বার করে নেওয়া হচ্ছে। ইরানে থাকা ভারতীয়দের তেহরানে ভারতের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

খারচি পূজো কে ঘিরে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি চতুর্দশ মন্দিরে

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। হাতে গোনা আর মাত্র কদিন। এর পরেই ত্রিপুরার ঐতিহ্য বাহী খারচি পূজো। প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুরুতে ত্রিপুরার জনজাতি সম্প্রদায়ের অন্যতম উৎসব বলে খ্যাত খারচি পূজো আয়োজিত হয়। বছরের সেরা এই উৎসব টি আয়োজিত হয় মূলত পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে। সাত দিন ব্যাপী চলে এই পূজো। আর তার সাথেই আয়োজিত হয় সাত দিন ব্যাপী মেলা। মন্দির চত্বরে বিশাল এই মেলার আয়োজনে সরকারি ভাবে ৭০০-৮০০ এর ও বেশী স্টল এর বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। টিকিট এর মাধ্যমে এই স্টল বন্টন করা হয়। যাতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানীরা তাদের পশরা নিয়ে এই সাত টি দিন ব্যবসা বানিজ্য করে থাকেন।

পাশাপাশি থাকে আলোর রোশনাই এ মাখা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন। তাছাড়া সামাজিক নানা কর্মসূচি ও এর অঙ্গ হিসেবে থাকে।

প্রতি বছর এর মতোই এবারও খারচি পূজোর প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। বৃহস্পতিবার খারচি মেলার প্রস্তুতি পর্বের খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখতে আসেন পশ্চিম জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। পরিদর্শন শেষে তিনি আরো বলেন এবছর খারচি মেলা কে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। প্রায় ৮৫০ এর ও বেশী টিএসআর বাহিনী, স্কাউট, ওয়াচ টাওয়ার, সিসিটিভি ক্যামেরা মোতায়েন থাকবে।

নেশার বিরুদ্ধে বিশেষ বার্তা বহন করবে এবছরের খার্চি পুজো। তৎসঙ্গে এবার অপারেশন সিঁদুর থিমে সেজে উঠতে চলেছে মন্দির প্রাঙ্গন এমনটা আগেই জানিয়েছিলেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

মন্দির প্রাঙ্গনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই জোর কদমে সাজসজ্জা ও ট্যুরিজম এর কাজ শুরু হবে। রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে প্রতিবারের মতোই এবারেও সকলকে সম্মিলিতভাবে এই পূজোয় অংশ নিতে আহ্বান জানান তিনি।

ঠিকেদারি কাজ কে ঘিরে নিগো মাফিয়ার আস্ফালন নলছড়ে

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। নিগো মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায়। নিগো বানিজ্য কে কেন্দ্র করে হামলা হুজ্জুতি এমনকি প্রাণ নাশের মতো ঘটনার ও সাক্ষী রয়েছে এ রাজ্য। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখনো নিগো মাফিয়াদের দাপট যেন কমছে না। এবার নলছড়ে নিগো বানিজ্য কে কেন্দ্র করে উত্তাল পরিস্থিতি। নলছড়ের ঠিকেদারী কাজ সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে নলছড় নিগোসিয়েশন গ্রুপের আস্ফালন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোনামুড়া আড়ালিয়ার এক শাসক দলীয় সমর্থক ঠিকাদারের বাড়িতে এই নিয়ে হট্টগোল। বাকিরা পালিয়ে গেলেও পাড়ার লোকেরা আটক করে গ্রুপের কয়েকজন সদস্যকে। তাদের সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অভিযোগ ঘটনার পেছনে মদত দিচ্ছে এক তাবর শাসক দলীয় নেতা। এলাকায় শাসক দলীয় দুই গোষ্ঠীর আস্ফালনের ফলে বুধবার গভীর রাতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় সোনামুড়া এলাকায়।

বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা এক গৃহবধূর

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়ে আবারো আত্মহননের চেষ্টা করলো এক গৃহবধূ। ঘটনা বিশালগড় মহকুমাধীন বক্সনগর ভেলোয়ারচর এলাকায়। গৃহবধূর নাম রাজর্ষি দত্ত। অভিযোগ স্বামী দেবরাজ দেবনাথ ও শাশুড়ি মিলে প্রতিনিয়ত স্ত্রী রাজর্ষি দত্তের উপর অত্যাচার চালাতো। বৃহস্পতিবার সকালেও রাজর্ষি দত্তের উপর চরম অত্যাচার চালায় তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে গৃহবধূ রাজশ্রী দত্ত। পরবর্তী সময়ে বাড়ির লোকেরা ঘটনা দেখতে পেয়ে গৃহবধূকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আক্রান্ত গৃহবধূ অভিযুক্ত স্বামী এবং শাশুড়ির কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

কংগ্রেসের নাম ভাঙিয়ে দুই আইনজীবীর দাদাগিরি বিশালগড়ে

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। আইনের রক্ষকই কি আজ ভক্ষক? কংগ্রেসপন্থী দুই আইনজীবীর চাঞ্চল্যকর কাণ্ডে তোলপাড় বিশালগড়! কলকাতার এক সাধারণ নাগরিকের উপর ঘটে গেল এমন এক ঘটনা, যা শুনলে শিউরে উঠবেন আপনিও!

আইনের পোশাক গায়ে, কংগ্রেসের পতাকা হাতেকিন্তু ভিতরে কি শুধুই দুর্নীতি আর দাদাগিরি? বিশালগড় কেঁপে উঠেছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার জেরে! কলকাতা থেকে আসা এক নিরীহ নাগরিকের জীবনে নেমে এল ভয়, আতঙ্ক আর নির্মমতাআর তাতে নাম জড়াল কংগ্রেসপন্থী দুই আইনজীবীর।

কংগ্রেস দলীয় একনিষ্ঠ দুই আইনজীবীর দাদাগিরির শিকার কলকাতার এক সাধারণ নাগরিক। অপরাধের তালিকায় এবার নতুন সংযোজন ঘটাল দুই আইনজীবী। অভিযোগ এক ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ লুটেছে দুই আইনজীবী। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বুধবার রাতে বিশালগড় থানা এলাকার দুই আইনজীবী এড মিজানুর রহমান ও এরশাদ মিয়া সুদূর কলকাতার বাসিন্দা সোমনাথ মণ্ডল নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা দাবী করেন। টাকা না দিলে তাকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দাওয়া হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে অসহায় সোমনাথ মণ্ডল ৫০ হাজার টাকা দিলেও ঐ দুই গুণধর আইনজীবী তাতে রাজী হয়নি। উল্টে তাকে নানভাবে হুমকি ধমকি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য সোমনাথ মণ্ডল কলকাতা থেকে কোনো এক মামলার বিষয়ে অইদুই উকিলের সাথে দেখা করতে এখানে আসে।

এদিকে বুধবার রাতে আরও ৫০ হাজার আদায় করতে গিয়ে ফিল্মি কায়দায় সোমনাথ মণ্ডল কে গাড়িতে তুলে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধোর করে ঐ দুই তথাকথিত পেশাগত আইনজীবী। এর পরেই বৃহস্পতিবার তাদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেন সোমনাথ বাবু।

উল্লেখ্য, গুণধর ঐ দুই আইনজীবী প্রদেশ কংগ্রেসের দুই একনিষ্ঠ কর্মী। কিছুদিন পূর্বেই নাকি তারা কংগ্রেস এর পতাকা তলে সামিল হয়েছে। বিশালগড়ে কংগ্রেসের তেমন দাপট না থাকলেও এই দুই কট্টর কংগ্রেসি আইনজীবীর দাপটে সাধারণ মানুষ কে যে বিপাকে পড়তে হচ্ছে তার সুবিচার চাইছেন মানুষ। এবার দেখার বিষয় আইন তার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করে কিনা এবং কংগ্রেস দলই এই গুণধর কর্মীদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহন করে।

সোমনাথ বাবু থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু প্রশ্নএই দুই আইনজীবী কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী, তাদের বিরুদ্ধে দল কী ব্যবস্থা নিচ্ছে? বিশালগড় জুড়ে এখন একটাই প্রশ্নকানুন কি নিঃপক্ষ হবে? কংগ্রেস কি মুখ খুলবে এই গুণধরদের বিরুদ্ধে? নাকি দলীয় পরিচয়ই হয়ে উঠবে রক্ষাকবচ?

নেশা বিরোধী অভিযানে ধর্মনগর পুলিশের বড় সাফল্য

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। ধর্মনগরে পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযানে বিশাল সাফল্য। ১৮০০ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক দুই যুবক। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বুধবার রাতে ধর্মনগর থানার সামনে একটি হাই স্পিডে ছুটে যাওয়া টুকটুক গাড়ি কে আটক করে পুলিশ। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় নয় প্যাকেটে মোট ১৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট।এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে দুই যুবককে। ধৃতদের নাম বিশাল চাকমা ও আসিস চাকমা, দুজনেই উনকুটি জেলার পেঁচারতল নবীনচড়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটগুলোর আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় নয় লক্ষ টাকা। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে ধর্মনগরের মধ্য দিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছিল।এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে তাদের আদালতে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জমি অধিগ্রহণ ঘিরে এলাকাবাসীর সাথে ঝামেলা প্রশাসনের, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তদন্ত চাইল এলাকাবাসী

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। জোর যার মুলুক তালা রাজধানীর ইন্দ্রনগর বাংলায়মাঠ এলাকার জমি অধিগ্রহণ ফিরে এলাকাবাসীর সাথে প্রশাসনের ঝামেলা হয় বৃদস্পতিবার। এলাকাবাসীর অভিযোগ, গত কয়েকদিন আগে স্থানীয় তহশীল থেকে এসে এলাকার কিছু বাড়ির জমে পরিমাপ করে গেছে প্রশাসনিক কর্মীরা। তারপর কনেকদিন পর এপাকার ২৭ টি বাড়ির মধ্যে নোটিশ আসে তাদের বাড়ির তিন থেকে চার ফুট করে জমি ছাড়তে হবে। কারণ রায়া প্রশস্ত হবে। যার কারনে খাস জমিতে বারা ঘর নির্মাণ করে রেখেছে তাদের অবিলম্বে ঘর ভেঙ্গে সরকারি পল্লিস অনুযায়ী জমি থেড়ে দিতে হবে।এমনটাই নোটিশ পেনে এলাকাবাসী সদর মহকুমা শাসক অফিসে যায়। তারা প্রশ্ন তোলেন ৫০ থেকে ৬০ বছর ধরে তারা এলাকায় বসবাস করছে। কখনো জানতেন যে তারা খাস জমিতে বসবাস করছেন। এর পরিয়েক্ষিতে ভারা সদর মহকুমা শাসকের কাছে সকলে চিঠি দিয়ে দাবি জানান তাদের বাড়িঘরে ছেলেমেয়েরা থাকেন না। অধিকাংশ পরিবারের ছেলে মেয়ে চাকুরি সূত্রে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। তাই ছেলে মেয়েদের বাড়ি না আসা পর্যন্ত তাদের সময় দিতে হবে। কিরু জারপরেও তাদের পুনরায় আবার নোটিশ পাঠানো হন। ভারপর এলাকাবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবার প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু তাদের সময় দেওয়া হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার সদর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আধিকারিকরা পুলিশ নিয়ে এসে এলাকার ২৭ পরিবারকে জানিয়ে দেয় সরকারের নির্ধারিত জমি ছাড়তে হবে। তারপর প্রশাসনিক কর্মীরা রং তুলি দিয়ে মানুষের বাড়ি ঘরে যখন দাগ কাটতে শুরু করে তখন এক প্রকার ভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর দাবি তারা এত বদরে কখনো জানতে পারেনি যে খাস জমিতে বসবাস করছেন। এবং তাদের জমির দলিল পর্চা সহ সমস্ত নথিস্যা রয়েছে। কিরু এগুলি দেখতে চাইছেন না প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রশাসনিক আধিকারিকরা তাদের আমি ম্যাপ অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো রাস্তার এক পাশ থেকে জমি দেওয়ার কথা বলছে। এতে করে এলাকার বহু মানুষের দ্বিতল, তিন ভলা পাকা ভবন পর্যন্ত ভাঙ্গা পড়বে বলে জানান এলাকার এক মহিলা। তাদের দাবি রাস্তা বড় হবে এর বিরোধীতা করেন না তারা। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ করতে হলে দুপাশের বাড়ি ঘর থেকেই করতে হবে। বর্তমানে রাস্তাটি ১২ ফুট রয়েছে। নায়াটি আরো বেশি প্রশস্ত হলে এলাকাবাসীর। সুবিধা হবে। কিন্তু সরকারি বাবুরা যদি নিজেদের ম্যাপ গুরুত্ব দিয়ে জমি গ্রহণ করতে চার ভাহলে ভারা রুখে দাঁড়াবে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানান। এদিকে প্রশাসনিক আধিকারিকরা এদিন এলাকাবাসী কথাও শুনতে চাননি। সূত্রের খবর আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে প্রশাসন।

১৫ দিন ধরে রাজ্যে জমি কেনা বেচা বন্ধ, ঘুমিয়ে আছে সরকার, বড় ক্ষতির মুখে রাজ্য

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। সরকার নাকে তেল দিয়ে ঘুমান্দে। এদিকে রাজ্যের ১৫ দিন ধরে তামি কেনা বেচা বন্ধ হবে আছে। আনা যায়, ত্রিপুরা সরকারের ভূমি রাজস্ব দ জ্বখদ্ব ঠ্বহ্নভ্ন্খ ঃ গ্ধওঙ্গট্টছ অনলাইন পোর্টাল বন্ধ হবে অব্দে গ্রাম এক মাস হতে চলেছে। এই অনলাইন পোর্টালটি বন্ধ থাকার ফলে বর্তমানে সারা রাজ্যে জমি কেনা বেচা থেকে শুরা করে অমির পরচা বের করা, জমির ডিমারগেশন, নামজারী ইত্যাদি জমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বন্ধা যার কারণে বিরাট রাজস্ব আয়ের অভি ত্রিপুরা সরকারের। বর্তমান ডিজিটালাইজেশনের যুদে জমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। মানুষের জমির রেকর্ড সরকারের আমি সংক্রান্ত পোর্টালে সংরক্ষিত কোন বাক্তি নিজের অমির পরচা, অমির পরিমাণ সংক্রান্ত মানচিত্র ইত্যাদি দেখতে বা সংগ্রহ করতে হলে সরকারের ঐ অনলাইন ঘোটাল থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের এই অনলাইন পোর্টাল প্রায় একমাস ধরে বন্ধ থাকায় করনে সারা রাজ্যে জমি সংক্রান্ত সমস্ত কাজ আসে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ যেমন আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ঠিক তেমনি রাজ্য সরকারের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের ক্ষতি হচ্ছে। এই অনলাইন পোর্টাল কেন বন্ধ? কবে থেকে চালু হবে ভার কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না রাজ্য সরকারের ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কোন আধিকারীকের কাছ থেকে। এমন অবস্থায় সব থেকে বেশি বিপাকে পরেদেন জমি ক্রেতা বিক্রেতারা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া খবরে জানা গেদে জমি বিক্রির বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ করে বাবনা নিয়ে বা দিয়ে এখন মধ্য বিপদে পরেছেন ক্রেতা বিক্রেতারা। এদিকে অমি সংক্রান্ত বিষয়ে মুহুরীর, দলিল লিখক যারা এই কাজ করে নিজেদের পরিবার প্রতিপালন করে আসছেন রাজ্য সরকারের এই জমি সংক্রান্ত অন লাইন পোর্টাল মুখ থুবরে পড়ার কারনে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে পরেছে।

প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে মহিলা কলেজের সচেতনতা কর্মসূচি

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। প্লাস্টিক বর্জনের আহবান নিয়ে আগরতলা শহরে সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নিল মহিলা মহা বিদ্যালয়ের এনএসএস এর ছাত্রীরা। বৃহস্পতিবার রাজধানীর কামান চৌমুহনীতে আয়োজিত হয় এই সচেতনতা মূলক কর্মসূচি। এককালীন প্লাস্টিক এর অবাধ ব্যবহার এর ফলে তা নানাভাবে আমাদের পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে। পৃথিবীর সজীব উপাদান গুলো কে নষ্ট করছে। পাশাপাশি কৃষিজ সম্পদ ও জল সম্পদের ব্যপক ক্ষতি সাধনের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য ও নষ্ট হচ্ছে। তাই পরিবেশ রক্ষার্থে, পৃথিবীর সুস্থতা বজায় রাখতে প্লাস্টিক এর ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন সচেতন শিক্ষার্থীরা।

বিদ্যালয়ে তালা ঝুলাল গ্রামবাসী, অসহায় প্রধান শিক্ষক, আন্দোলনকারীদের সাবাসি দিলেন এস এম সি কমিটির চেয়ারম্যান

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো গ্রামবাসীর। বিদ্যালয়ে ভালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভপ্রদর্শনে সামিল হলো ভারা। ঘটনা খোয়াই আশারাম বাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। ঘটনার খবর পেয়ে দুটে নাদে ও কি সির বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আই ওসা শেষে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করার পর তালা খুলে এলাকাবাসীরা আনান, আশারামবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টিতে প্রাধমিক বিভাগে ১১২ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন মাত্র চার জন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে বি এলও পদে নিযুক্ত করে রাখার বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা কমে দাঁড়ায় তিন জনে। এই তিনজনের মধ্যে আরও একজন শিক্ষককে বদলি করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ভীর স্কুব্ধ হয়ে উঠে গ্রামের মানুষজন। শেষে গ্রামের শতাধিক মানুষজন বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলের শিক্ষকদের স্কুলের মধ্যে রেখেই ভালা ঝুপিয়ে তীর প্রতিবাদ শুরু করে। এই বিষয়ে স্কুলের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, বুধবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক মধুসুদন দাসকে উদনা এসবি স্কুলে ডেপুটেশনে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ধাত্রী সংখ্যা ১১২ জন্য এত কম শিক্ষক যারা বিদ্যালয় পরিচালনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে তিনজন শিক্ষক রয়েছে। এরমধ্যে একজন দিব্যাঙ্গনজন। তিনি আরো জানান বর্তমানে বিদ্যালয়ে যে তিনজন শিক্ষক রয়েছেদন তাদের মধ্যে কেউ গ্যাজুয়েট শিক্ষক নেই। অখচ বিদ্যালয়টি ইংরেজি মাধ্যম করা হয়েছে। এই অবস্থান ঘাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গুণগত শিক্ষা মাত্র-ছাত্রীদের প্রদান করতে চাইলে দপ্তরের নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে আনান তিনি। এদিকে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান মনিন্দ্র চন্দ্র দেব আনান, বহুবার দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে জানানো হয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং দেখা গেছে বিদ্যালনের প্রাৎনিক বিভাগের প্রধান শিক্ষককে খোয়াই বি এল ওর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিজেপি কে অক্সিজেন যোগাতে ময়দানে আরএলডি

খবরে প্রতিবাদ, ১৯ জুন,।। ভরসা নড়ে গেছে। একলা দমে যে ত্রিপুরার মাটিতে তৃতীয় বার পতাকা উড়াতে গিয়ে নাকানিচুবানি খেতে হবে সেটা বুঝতে পেরেই এবার এক বা দুই নয়, তিন বছর আগে থেকেই ব্যাক আপ তৈরী করছে বিজেপি। এমনটাই এবার রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন। ২০২৩ এর নির্বাচনে বিজেপি কে জয়ের মালা পরিয়ে দিতে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে তিপ্রা মথা। ভোট কাটিং করে বিরোধী দের ভোট শতাংশ কমিয়ে শাসক শিবির কে কোনোক্রমে বাঁচিয়ে দিয়েছে বটে। কিন্তু রাজ্যের পরিবর্তনশীল হাওয়া দেখে এবার ২০২৮ এর নির্বাচনে

সম্পূর্ণ ভাবে মথার উপর ভর করতে চাইছে না বিজেপি। কারণ শাসক শরিক হয়েও শাসকের বিরুদ্ধে একাধিক বার গর্জে উঠেছে দলটি। যার ফলে এবার ত্রিপুরার রাজনীতি তে এক অন্য দল আবির্ভূত হয়েছে। টিএমসি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের উপর ও ভোট কাটিং এর জন্য ভরসা করতে পারতো বিজেপি তবে বিগত দুবারের ভোটে রাজ্য ত্রিপুরা যে তৃনমূল কে বাদের তালিকায় রেখেছে সেটা বুঝেছে রাজ্য বিজেপি। তাই নতুন ভাবে ত্রিপুরার রাজনৈতিক অঙ্গনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আরএলডি নামক দলকে।

টিউবওয়েল চিহ্নিত এই রাজনৈতিক দলটির প্রতিষ্ঠাতা অজিৎ সিং। উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান ভিত্তিক এই দলের সভাপতি হচ্ছেন জয়ন্ত চৌধুরী। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরায় এই নতুন দল নিজেদের আত্মপ্রকাশ এর বিষয়টি সংবাদ বৈঠক করে জানান দিয়েছে। পৌরহিত্য করেন দলের নেতৃত্ব ত্রিলোক ত্যাগী ! ত্রিপুরায় কি কি উন্নয়ন সাধন করা যায় সেই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার বিষয় ও উল্লেখ করা হয়। তিপ্রাসাদের উন্নয়ন এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, এই আরএলডি দলটি আন্তরিক ভাবে এনডিএ জোট এর সমর্থক। সার্বিক ভাবে বোঝার অপেক্ষা রাখে না, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রাজ্যে নতুন দলের আবির্ভাব এর পেছনে রয়েছে দূরদর্শী রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের আগাম পরিকল্পনা। তবে তা আদৌ বাস্তবায়ন হয় কি না সেটাই দেখার বিষয়।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751